Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

"সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি"

GI Journal No. 43

Published on : 0 2SEP 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৬৬

আবেদনের তারিখ : ০৬-০৩-২০২৪ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি"** যা শ্রেণি ২৪ ~~ও ২৫~~ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ **"সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি"**।

শ্রেণি ঃ ২৪

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

খ) ঠিকানা ঃ বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি (শ্রেণী ২৪; বস্ত্রশিল্প ও বস্ত্রশিল্প সামগ্রী)

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

লুঙ্গি দেহের নিচের অংশে পরার একধরণের পোশাক। যদিও এক রঙের লুঙ্গিই বেশি জনপ্রিয় কিন্তু সাধারণত এটি বিভিন্ন নকশা এবং রঙের সুতায় বুনা হয়। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির ডিজাইন সাধারণত: চেক ও স্ট্রাইপ হয়ে থাকে। নকশা ও রঙ ছাড়াও লুঙ্গির উপরে এবং নিচে সাদা বা কালো রঙের ডোরা কাটা দাগ থাকে। লুঙ্গি স্কার্টের অনুরূপ গোল করে সেলানো থাকে। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের হাই গ্রেডের মার্চারাইজড কটন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। সুতার গুণাগুণ ও রং টেকসই হওয়ার জন্যই সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি এত বিখ্যাত। এই অঞ্চলের লুঙ্গির রং এবং নকশা অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা যা তৈরির জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। 'সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি' এর সাধারণ স্পেসিফিকেশন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১।	লুঙ্গির দৈর্ঘ্য	:	২.২৫-২.৭৪ মি.
২।	লুঙ্গির বহর	:	১.২৫-১.৫২ মি.
৩।	টানা সুতার ধরন	:	১০০% কটন (সিঙ্গেল)
৪।	টানা সুতার কাউন্ট	:	৬০স-১২০স ইংলিশ কাউন্ট
৫।	পড়েন সুতার ধরন	:	১০০% কটন (সিঙ্গেল)
৬।	পড়েন সুতার কাউন্ট	:	কটন: ৬০স-১২০স ইংলিশ কাউন্ট
৭।	পাইর এর সুতার ধরন ও কাউন্ট	:	কটন (২ প্লাই, ৮০/২স-১০০/২স ইংলিশ কাউন্ট)
৮।	পাইর এর চওড়া	:	৩/৪-১ ইঞ্চি
৯।	সানার নম্বর	:	৭২-১৪০ নম্বর (স্টোক পোর্ট পদ্ধতি)
১০।	ঝাঁপ সংখ্যা	:	০২
১১।	এন্ডস/ইঞ্চি	:	৭২-১৪০
১২।	পিকস/ইঞ্চি	:	৭২-১২০
১৩।	উইভ স্ট্রাকচার	:	প্লেইন (১ আপ, ১ ডাউন)
১৪।	ডিজাইন	:	চেক ও স্ট্রাইপ

নমুনা-০১ সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি দৈর্ঘ্য : ৯১ ইঞ্চি বহর : ৪৯ ইঞ্চি টানা : ৮০ কাউন্ট পড়েন : ৮০ কাউন্ট সানা : ১৪০ তাঁতের ধরন : পিট তাঁত	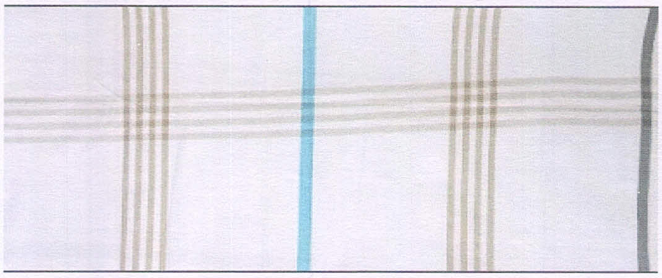
নমুনা-০২ সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি দৈর্ঘ্য : ৮৯ ইঞ্চি বহর : ৪৯.৫ ইঞ্চি টানা : ৮০ কাউন্ট পড়েন : ৮০ কাউন্ট সানা : ১৩০ তাঁতের ধরন : পিট তাঁত	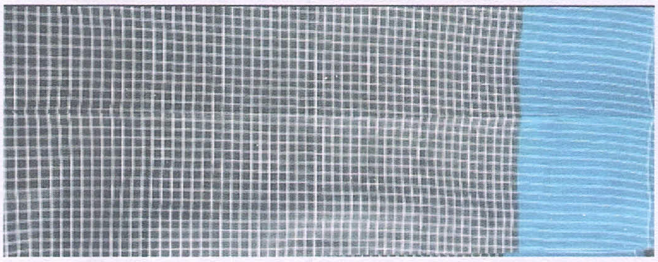
নমুনা-০৩ সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি দৈর্ঘ্য : ৯১ ইঞ্চি বহর : ৪৯ ইঞ্চি টানা : ৬০ কাউন্ট পড়েন : ৮০ কাউন্ট সানা : ১২০ তাঁতের ধরন : পিট তাঁত	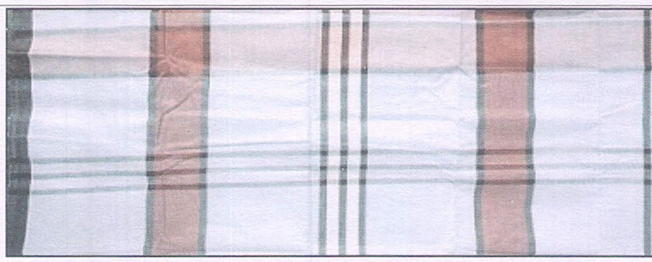
নমুনা-০৪ সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি দৈর্ঘ্য : ৯৪.৪ ইঞ্চি বহর : ৫১.৯৬ ইঞ্চি টানা : ৬০ কাউন্ট পড়েন : ৮০ কাউন্ট সানা : ১২০ তাঁতের ধরন : পিট তাঁত	
নমুনা-০৫ সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি দৈর্ঘ্য : ৯৭.৫ ইঞ্চি বহর : ৫২.৫ ইঞ্চি টানা : ৫৬ কাউন্ট পড়েন : ৫৪ কাউন্ট সানা : ১০০ তাঁতের ধরন : পিট তাঁত	

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা

[ক] ভূমিকা ঃ

লুঙ্গি দেহের নিচের অংশে পরার একধরনের পোশাক। যদিও এক রঙের লুঙ্গিই বেশি জনপ্রিয় কিন্তু সাধারণত এটি বিভিন্ন নকশা এবং রঙের সুতায় বুনা হয়। নকশা ও রঙ ছাড়াও লুঙ্গির উপরে এবং নিচে সাদা বা কালো রঙের ডোরা কাটা দাগ থাকে। লুঙ্গি স্কার্টের অনুরূপ গোল করে সেলানো থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ভেদে লুঙ্গি পুরুষ ও মহিলা উভয়ই পরে থাকে। লুঙ্গি বাংলাদেশের মানুষের বহুল ব্যবহৃত এক আরামদায়ক পোশাক। বাঙ্গালির ঐতিহ্য এমন আরামদায়ক পোশাক সারা বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বাংলাদেশে বাস করেন কিন্তু কখনও লুঙ্গি পরেননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মনে হয় অসম্ভব।

[খ] সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি ঃ

সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের হাই গ্রেডের মার্চারাইজড কটন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির সুতার গুণাগুণ ও রং টেকসই হওয়ার জন্যই এই এলাকার লুঙ্গি এত বিখ্যাত। এই অঞ্চলের লুঙ্গির রং এবং নকশা অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা যা তৈরির জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি সাধারণত হস্তচালিত পিট তাঁত, পাওয়ার লুম, খটখটি, সেমি-অটোমেটিক/অটোমেটিক তাঁতে তৈরি হয়।

[গ] সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছোট, বড় এবং মাঝারি চেক, সাথে রয়েছে কালারের নিজস্বতা ;

২। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বুনন শৈল্পিকতা ;

৩। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি তৈরি করা হয় মিহি সুতা দিয়ে ;

৪। লুঙ্গি পরতে আরামদায়ক এবং ব্যবহারে সুবিধাজনক এবং

৫। হাই গ্রেডের মার্চারাইজড কটন সুতার পাশাপাশি অনেক সময় রেয়ন, লিনেন সুতা ব্যবহার করে লুঙ্গি তৈরি করা হয়।

[ঘ] সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির শ্রেণি বিভাজন ঃ

১। কটন লুঙ্গি : এই লুঙ্গিটি ১০০% কটন সুতা দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এই লুঙ্গি পরতে আরামদায়ক।

২। দোতার লুঙ্গি : দু'টি সুতা একত্রে পাকিয়ে লুঙ্গি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় এবং

৩। দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে : ৫ হাত বা ৬ হাত।

[ঙ] সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির কাঁচামাল ঃ

১। ১০০% কটন সুতা এবং

২। মার্চারাইজড কটন সুতা।

[চ] সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির নকশা ঃ

জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করলে এক রঙের বা, দুই রঙের চেক লুঙ্গিই বেশি জনপ্রিয়। চেক লুঙ্গিগুলো মূলত প্রবীণদের মাঝেই বেশি জনপ্রিয় হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন নকশা করা লুঙ্গিও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। লুঙ্গির সাথে অনেকটাই স্কার্টের মিল আছে। লুঙ্গি স্কার্টের মতো গোল করে সেলাই করা থাকে। কোন কোন সম্প্রদায়ে শুধু পুরুষেরাই লুঙ্গি পরে থাকে আবার কোন কোন সম্প্রদায়ে পুরুষ মহিলা উভয়েই এ পোশাকটি পরে থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে লুঙ্গি পরে শুধুমাত্র প্রতিদিনের কাজই করা হয় না, তার সাথে সাথে বিয়ের অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যাওয়া হয়ে থাকে।

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা ও মানচিত্র

উৎপাদন এলাকা : সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলা।

অধিক উৎপাদন এলাকা : সিরাজগঞ্জ সদর, উল্লাপাড়া, বেলকুচি ও রায়গঞ্জ উপজেলা।

তুলনামূলক কম উৎপাদন এলাকা : শাহজাদপুর, তাড়াশ ও চৌহালি উপজেলা।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদনের এলাকার মানচিত্র :

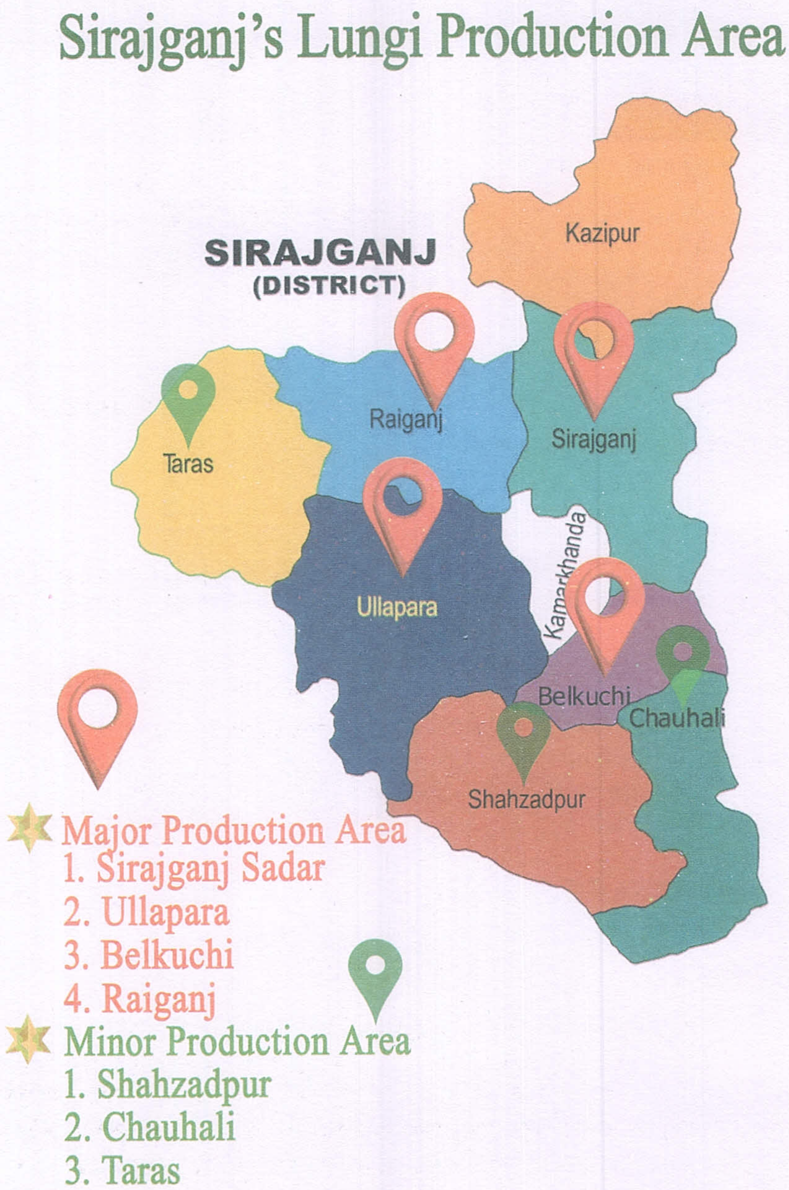

জ) উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি)

লুঙ্গি নামের পোশাকটি দেহের নিচের অংশে অতি সযত্নে পরা হয়ে থাকে। ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং শ্রীলঙ্কায় এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে লুঙ্গি এখনো এক বড় জায়গা দখল করে আছে। তবে এখন এই লুঙ্গি আমাদের উপমহাদেশের বহু সম্প্রদায়ই ব্যবহার করে থাকেন। যদিও এখনো অনেক বিদেশীদের কাছেই এই লুঙ্গি এক বেশ আশ্চর্যের বিষয়। বোতাম, দড়িতো দূরে থাক বেল্ট, ফিতা, চেইন, সেফটিপিন কোন কিছুই নেই এই লুঙ্গিতে। এর ব্যবহারকারীরা সাধারণত এক বা দুই গেঁরো বাঁধনের মাধ্যমে কোমরে জড়িয়ে পায়ের দিকে ঝুলিয়ে এটি পরে থাকেন।

বিগত ১৮৮৫ সালে পাবনা জেলার অধীনে সিরাজগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলা একটি তাঁত সমৃদ্ধ এলাকা। [১] তামাই সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার একটি গ্রামের নাম। লুঙ্গি শিল্পের গ্রাম। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে তাঁত। জানা গেছে, বাংলাদেশে উৎপাদিত লুঙ্গির ৬০ শতাংশই এই গ্রামে তৈরি হয়। তামাই গ্রামের লুঙ্গি ভারত, ফিলিপাইন, নেপাল, বার্মা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় রফতানি হয়।[১]

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫–১৯১১) চলা কালে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় জন্মগ্রহণকারী প্রখ্যাত কবি রজনী কান্ত সেন এই গানটি রচনা করেন ঃ

মায়ের দেওয়া মোটা কাপর মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দিন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নেই,

মূলত বিদেশী পণ্য বর্জন এবং দেশি পণ্যের ব্যবহারে আগ্রহ বাড়ানোর জন্যই তিনি এই গানটি রচনা করেছেন। তিনি মোটা কাপড় দ্বারা যা বোঝাতে চেয়েছেন তার মধ্যে মূলত তাঁতের তৈরি লুঙ্গি অন্যতম।

বেলকুচি থানায় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক একজন ভূস্বামী (জমিদার) ছিলেন। তিনি তার নিজ মহালে একটি গঞ্জ স্থাপন করেন। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় সিরাজগঞ্জ। কিন্তু এটি ততটা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। যমুনা নদীর ভাঙ্গনের ফলে ক্রমে তা নদীগর্ভে বিলীন হয় এবং ক্রমশ: উত্তর দিকে সরে আসে। সে সময় সিরাজউদ্দিন চৌধুরী ১৮০৯ সালের দিকে খয়রাতি মহল রূপে জমিদারি সেরেস্তায় লিখিত ভূতের দিয়ার মৌজা নিলামে ক্রয় করেন। তিনি এই স্থানটিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান স্থানরূপে বিশেষ সহায়ক মনে করেন। এমন সময় তার নামে নামকরণকৃত সিরাজগঞ্জ স্থানটি পুনরায় নদীভাঙ্গনে বিলীন হয়। তিনি ভূতের দিয়ার মৌজাকেই নতুনভাবে সিরাজগঞ্জ নামে নামকরণ করেন। ফলে ভূতের দিয়ার মৌজাই সিরাজগঞ্জ নামে স্থায়ী রূপ লাভ করে।[২]

প্রাচীনকাল হতে দেশে লুঙ্গির প্রচলন রয়েছে। যেহেতু সিরাজগঞ্জ নামটি ১৮০৯ সালের পূর্বে পাওয়া যায় না, সেহেতু ভূতের দিয়ার মৌজাকে ১৮০৯ সালের সিরাজগঞ্জ নামে নামকরণের ফলে অনুমান করা যায়, সেখানে উৎপাদিত লুঙ্গি 'সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি' নামে পরিচিতি পেতে থাকে ; যা বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত বস্ত্র হিসেবে দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ঝ) উৎপাদন পদ্ধতি

সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের সুতা স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজনে সংগৃহীত সুতা প্রসেস ও রং করা হয় তারপর নানা ধাপ সম্পন্ন করে এসব সুতা দিয়ে সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি বুনন করা হয়।

[ক] সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি তৈরির ধাপসমূহ ঃ

সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি তৈরির বিষয়টা পুরোপুরি কায়িক শ্রম নির্ভর হয়ে থাকে। সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি তৈরির প্রয়োজনীয় ধাপগুলো তাঁতিদের হাতে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর হয়ে থাকে। ধাপগুলো হলো ঃ

১। কোরা সুতা সংগ্রহ করা (প্যাকেজ ফর্মে) ;

২। প্যাকেজ ফর্ম হতে সুতার হ্যাংক তৈরি করা ;

৩। সুতা প্রসেস করা (বয়েল/ধৌত করা) ;

৪। সুতা রং করা ও ধৌত করা ;

৫। সুতায় মাড় প্রয়োগ করা ;

৬। নাটাইকরণ (টানা সুতায় মাড় প্রয়োগ করে রোদে শুকাতে হয় এবং পড়েন সুতা রোদে শুকাতে হয় না) ;

৭। টানা সুতার ববিন তৈরিকরণ ;

৮। টানা সুতার ববিন ক্রিলে সাজানো ;

৯। ক্রিল হতে সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো ;

১০। টানা সুতার বিম তৈরিকরণ ;

১১। 'ব' করণ ;

১২। শানাকরণ ;

১৩। বিম তাঁতে স্থাপনকরণ ;

১৪। লুঙ্গি বয়ন শুরুকরণ ;

১৫। তাঁত হতে লুঙ্গি সংগ্রহ ;

১৬। লুঙ্গি ইস্ত্রিকরণ ও বাজারজাত করা।

[খ] উৎপাদন পদ্ধতির বিবরণ ঃ

স্থানীয় বাজার ও অন্যান্য স্থান হতে কোরা সুতা সংগ্রহ করে প্রথমে সুতার প্যাকেজ হতে নির্ধারিত দৈর্ঘ্যের হ্যাংক তৈরি করা হয়। অতঃপর সুতার হ্যাংক প্রসেস (বয়েল/ধৌত) করে রং করার উপযোগী করা হয়। অতঃপর প্রয়োজনমত বিভিন্ন রং দ্বারা সুতা রঞ্জিত করা হয়। অতঃপর রঞ্জিত সুতায় মাড় প্রয়োগের উদ্দেশ্যে চাউল এর সাথে প্রয়োজনমত সাবুদানা ও তুঁতে মিশ্রিত করে ভাত রান্না করা হয় এবং উক্ত ভাতকে ভালোভাবে বেটে মন্ড তৈরি করা হয়। অতঃপর উক্ত ভাতের মন্ড হাতের সাহায্যে সুতায় প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োজনে বারি দিয়ে সুতা টান টান করা হয়। অতঃপর টানা সুতা নাটাই করে রোদে শুকাতে হয় এবং পড়েন সুতা রোদে শুকানোর প্রয়োজন পড়ে না। অতঃপর পর্যায়ক্রমে টানা সুতার ববিন তৈরি করা হয়, উক্ত ববিন ক্রিলে সাজানো হয়, ক্রিল হতে সুতা ওয়ার্পিং ড্রামে জড়ানো হয়। অতঃপর টানা সুতার বিম প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে 'ব' ও শানাকরণ করা হয়। অতঃপর চূড়ান্ত বিমকে তাঁতে স্থাপন করা হয়। অতঃপর তাঁতি লুঙ্গি বয়ন শুরু করেন এবং বয়ন শেষে তাঁত হতে লুঙ্গি সংগ্রহপূর্বক ইস্ত্রি করে বাজারজাত করা হয়।

[গ] সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি তৈরির তাঁতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঃ

১. টানার বিম (নরদ), ২. ক্লোথ বিম (নাতা), ৩. দক্তি, ৪. সানা, ৫ 'ব' ৬. প্যাডেল (পা-দানি), ৭. মতিকাটা ৮. মাকু, ইত্যাদি।

চিত্র ১ ঃ সুতা প্রসেসকরণ

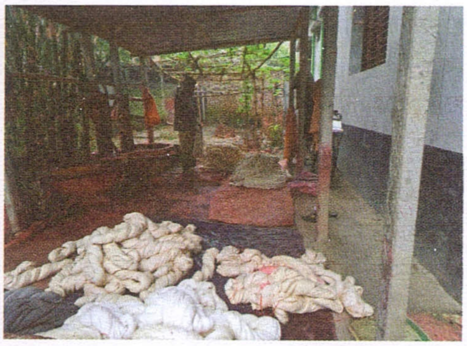

চিত্র ২ ঃ সুতা রংকরণ

চিত্র ৩ ঃ রঙ্গিন সুতা রোদে শুকানো

চিত্র ৪ ঃ সুতা ববিনকরণ

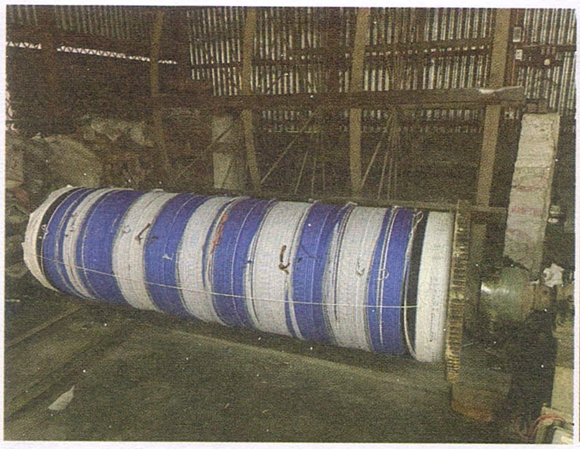

চিত্র ৫ ঃ টানার বিম

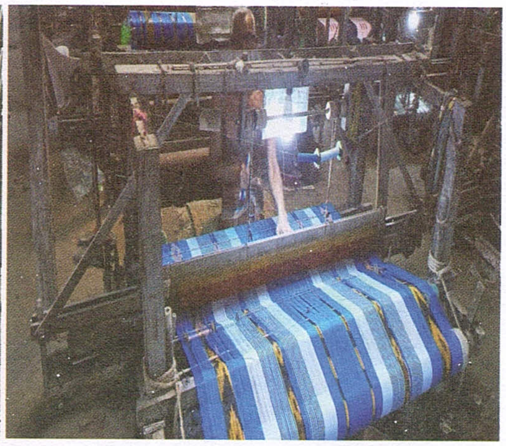

চিত্র ৬ ঃ পিট তাঁতে লুঙ্গি বয়ন

চিত্র ৭ ঃ সেমি-অটোমেটিক তাঁতে লুঙ্গি বয়ন

চিত্র ৮ ঃ লুঙ্গি ভাঁজ করা

চিত্র ৯ ঃ সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি

ঞ) পণ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য

সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চেক। ছোট, বড় মাঝারি চেকের লুঙ্গি তৈরি করা হয় যা ফ্যাশনেবল। মার্চারাইজড সুতি সুতায় এবং বেশি কাউন্টের সুতা ব্যবহার করে এই লুঙ্গি তৈরি হয় বিধায় এটি বেশি আরামদায়ক। পিটলুম, সেমি-অটোমেটিক/অটোমেটিক তাঁতে লুঙ্গি উৎপাদন করা হয়। এ লুঙ্গি সেলাই করা থাকে।

ট) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ব্যবহারকাল

বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এই শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আর তাঁত শিল্প সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প বা লোকশিল্পও এটি । সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত শিল্প সেই সর্ববৃহৎ শিল্পের অন্যতম অংশীদার। প্রাচীনকাল থেকে সিরাজগঞ্জের দক্ষ কারিগররা তাদের বংশ পরম্পরায় তৈরি করেছেন নানা জাতের কাপড়। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প অর্থাৎ তাঁত শিল্পের উল্লেখ রয়েছে ।

মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা (এয়োদশ-চতুর্দশ শতক) বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের তাঁতবস্ত্রের প্রশংসা করেছেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তিনি বাংলাদেশে ত্রিশ কিউবিট (প্রাচীন পরিমাপক পদ্ধতি, হাতের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল-এলাকাভেদে ভিন্নতা আছে) লম্বা মিহি সুতার তৈরি সুন্দর কাপড় মাত্র দুই দিনারে বিক্রির কথা উল্লেখ করেছেন।৩

আবার আরেক বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক মা হুয়েন পঞ্চদশ শতকে (১৪০৫) বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ ও বিভিন্ন শহর উল্লেখের পর গৌড়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে যে, "এ দেশে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় ; এই বস্ত্র সাধারণত প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত । এই দেশে রেশমের কীট পালিত হয় ও রেশম নির্মিত বস্ত্র বয়ন করা হয়।[৩]

চীনা সূত্র থেকে আমরা বাংলাদেশের যেসব সুতিবস্ত্রের নাম ও বিবরণ জানতে পারি, তা নিম্নরূপ[৬] ঃ

পি-পো	এটা সুতি কাপড় এবং এটা নানা রঙের হয়। এটা দৈর্ঘ্যে ছাপান্ন ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট। এটা ছাপা কাপড়ের মতো মসৃণ।
মান-চে-টি	এটা আদার মতো হলুদ রঙের। দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ফুট এবং প্রস্থে চার ফুট। এটার বুনুনি অত্যন্ত মিহি ও শক্ত।
শা-না-পা-ফু	এটা দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুট এবং প্রস্থে পাঁচ ফুট।
কি-পাই-লি-তা-লি	এটা দৈর্ঘ্যে ষাট ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট। এটা পাতলা বুনুনির মোটা কাপড়।
শা-তা-উল	এটা পাগড়ির জন্য ব্যবহৃত হতো। এটা দৈর্ঘ্যে চল্লিশ ফুট এবং প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি ছিল বা দৈর্ঘে চার ফুট এবং প্রস্থে আড়াই ফুট ছিল।
মা-হা-মা-লি	এটা দৈর্ঘ্যে বিশ ফুট এবং প্রস্থে চার ফুট।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে (১৬২৪-৮৮) বাংলাদেশ সফর করেন ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন পরিব্রাজক ও মুঘল রাজদরবারের চিকিৎসক। তিনি লিখেছেন, "আমি মাঝে মাঝে বিপুল পরিমাণ সুতিবস্ত্র দেখে অবাক হতাম। এগুলি ছিল বিভিন্ন রকমের মিহি এবং মোটা, সাদা ও রঙ্গিন। এসব বস্ত্র শুধু হল্যান্ডের অধিবাসীরাই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে জাপান ও ইউরোপে রপ্তানি করত। ইংরেজ, পর্তুগিজ ও ভারতীয় বণিকেরা এসব পণ্যের প্রচুর ব্যবসা করত। লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য, কাবুল এবং সাধারণত যেসব বিদেশী জাতির কাছে সুতিবস্ত্র পাঠানো হতো, তা সরবরাহের জন্য প্রতি বছর বাংলা থেকে যে পরিমাণ সুতিবস্ত্র সংগ্রহ করা হতো তা কল্পনা করা সম্ভব নয় (I have been sometimes amazed at the vast quantity of cotton cloths, of every sort, fine and coarse, white and coloured, which the Hollanders alone export to different places, especially to Japan and Europe. The English, the Portuguese, and the native merchants deal also in these articles to a considerable extent. The same may be said of the silks and silk stuffs of all sorts. It is not possible to conceive the quantity drawn every year from Bengale for the supply of the whole of the Mogol Empire, as far as Lahor and Cabol, and generally of all those foreign nations to which the cotton cloths are sent.)।[৪]

লুঙ্গি নামের পোশাকটি দেহের নিচের অংশে অতি সযত্নে পড়া হয়ে থাকে। বোতাম, দড়িতো দূরে থাক বেল্ট, ফিতা, চেইন, সেফটিপিন কোন কিছুই নেই এই লুঙ্গিতে। এর ব্যবহারকারিরা সাধারণত এক বা, দুই গেঁড়ো বাঁধনের মাধ্যমে কোমরে জড়িয়ে পায়ের দিকে ঝুলিয়ে এটি পড়ে থাকেন। জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করলে এক রঙের বা, দুই রঙের চেক লুঙ্গিই বেশি জনপ্রিয়। চেক লুঙ্গিগুলো মূলত প্রবীণদের মাঝেই বেশি জনপ্রিয় হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন নকশা করা লুঙ্গিও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে মূলত পুরুষরাই লুঙ্গি পড়ে।

সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁতিদের তৈরি রকমারি ডিজাইনের শাড়ি ও লুঙ্গি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের প্রিয় পোশাক। দেশে ব্যাপক চাহিদার কারণে দেশ ছাড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি হচ্ছে এসব লুঙ্গি। এ কারণেই সারাদেশে সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। নামি দামী ব্রান্ডের শো-রুমে বিক্রি হচ্ছে এসব কাপড়। এছাড়াও ভারতের মুর্শিদাবাদ, সমুদ্রগড়, শান্তিপুর, গঙ্গারাম, ভালুকা, রায়গঞ্জ ও ত্রিপুরার কিছু কিছু এলাকাতেও রফতানি হচ্ছে বলে সিরাজগঞ্জের কাপড় ব্যবসায়ীরা জানান।

সিরাজউদ্দিন চৌধুরী নামক একজন ভূস্বামী (জমিদার) ১৮০৯ সালের দিকে ভূতের দিয়ার মৌজাকেই সিরাজগঞ্জ নামে নামকরণ করেন। ফলে ভূতের দিয়ার মৌজাই সিরাজগঞ্জ নামে স্থায়ী রূপ লাভ করে। এ নামকরণের ফলে অনুমান করা যায়, সেখানে উৎপাদিত লুঙ্গি 'সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি' নামে পরিচিতি পেতে থাকে ; যা বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত বস্ত্র হিসেবে দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

প্রাচীনকাল হতে দেশে লুঙ্গির প্রচলন রয়েছে। তবে সিরাজগঞ্জের নামকরণের ইতিহাস মতে, ১৮০৯ সাল থেকে সিরাজগঞ্জের লুঙ্গির ব্যবহার হয়ে আসছে।

ঠ) বাণিজ্যিক এলাকা

সমগ্র বাংলাদেশই 'সিরাগঞ্জের লুঙ্গি' বিক্রয় এবং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কাতার, ওমান, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশে সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি রপ্তানি করা হয়।

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

ঢ) তথ্যসূত্র ঃ

১। https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/ editor-choice/108181/

২। https://www.daily-bangladesh.com/colorful-life/270013

৩। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প, শাওন আকন্দ (২০১৮), পৃ: ৩২।

৪। বাংলাদেশের তাঁত শিল্প, শাওন আকন্দ, পৃ: ৩৮। Francois Bernier, Travels in the Mughal Empire, A.D.1665-1668

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-২৪৬২/২৩-২৪/শিল্প-০৭-০৮-২০২৪-১৫০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.